শ্রেষ্ঠ কবিতা

শ্রেষ্ঠ কবিতা

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

শ্রেষ্ঠ কবিতা
শক্তি চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৪

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ৫৭৫ টাকা

Shrestha Kabita by Shakti Chattopadhyay Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-E-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: February 2024
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 575 Taka RS: 575 US 30 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-98111-9-0

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

সন্তোষকুমার ঘোষ
অগ্রজপ্রতিমেষু

ভূমিকা

বাংলাদেশের প্রকাশক সজল আহমেদ 'শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা' ওপার বাংলার (বাংলাদেশ) জন্য প্রকাশ করছেন। এটি আমাদের সকলের কাছে অত্যন্ত আনন্দদায়ক ব্যাপার। শক্তির প্রকাশিত সমস্ত বইগুলি থেকেই উনি কবিতা বেছে নিয়েছেন। আমার এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনুমোদন রয়েছে।

শক্তি বাংলাদেশকে ভালোবেসে তার ওপর বেশ কিছু কবিতা এবং ছড়া লিখেছিলেন। প্রকাশ করেছিলেন 'বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' সেই **১৯৭১** সালেই। তিনি আজ থাকলে এই বই প্রকাশের ঘটনা তাঁকে আনন্দিত করত সন্দেহ নেই।

আমি সজল আহমেদের সাফল্য কামনা করি।

মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়
পূর্বাঙ্গনা, কলকাতা।
১৬ ডিসেম্বর ২০২৩

সূচিপত্র

হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য [প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন, ১৩৬৭]

জরাসন্ধ ২১
কারনেশন ২১
নিয়তি ২২
পরস্ত্রী ২৩
চতুরঙ্গে ২৩
জন্ম এবং পুরুষ ২৪
বাহির থেকে ২৫
শবযাত্রী সন্দিগ্ধ ২৫
ঝর্না ২৫
প্রত্যাবর্তিত ২৬
বাগান কি তার প্রতিটি গাছ চেনে? ২৭
ভ্রান্তি ২৭
মুকুর ২৮
পাবো প্রেম কান পেতে রেখে ২৮
ফুল কি আমায় ২৯
অন্ধকার শালবন ২৯
পিঠের কাছে ছিল ৩০
ছায়ামারীচের বনে ৩০
কখনো বুকের মাঝে ওঠে গ্রিস ৩২
আঁচলের খুঁট ধ'রে গ্রাস করবো ৩২

ধর্মে আছো জিরাফেও আছো [প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৭২]

প্রেম ৩২
অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে ৩৩
যখন বৃষ্টি নামলো ৩৪
মনে পড়লো ৩৪

এবার হয়েছে সন্ধ্যা ৩৫
আনন্দ-ভৈরবী ৩৬
অবনী বাড়ি আছো ৩৭
চাবি ৩৭
ঝাউয়ের ডাকে ৩৮
স্থায়ী ৩৮
জুলেখা ডবসন ৩৯
হৃদয়পুর ৩৯
আমি স্বেচ্ছাচারী ৩৯
হলুদবাড়ি ৪০
সরোজিনী বুঝেছিল ৪১
কোনোদিনই পাবে না আমাকে ৪১

সোনার মাছি খুন করেছি [প্রথম প্রকাশ : আষাঢ়, ১৩৭৪; ১৯৬৭]

বিষ-পিঁপড়ে ৪২
নীল ভালোবাসায় ৪২
যেতে-যেতে ৪৩
পাখি আমার একলা পাখি ৪৪
তোমার হাত ৪৬
এই বিদেশে ৪৬
সে বড় সুখের সময় নয়, সে বড় আনন্দের সময় নয় ৪৬

হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান [প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন, ১৩৭৫; ১৯৬৮]

বহুদিন বেদনায় বহুদিন অন্ধকারে ৪৮
স্বপ্নের মধ্যে গোয়ালিয়র মনুমেন্ট, তুমি ৪৯
হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান ৫০
স্মরণিকা ৫১
ধীরে ধীরে ৫২
সে, মানে একটা বাগানঘেরা বাড়ি ৫৩
কাল রাতে জাগিয়ে রেখেছিল আমায় পুরনো চাঁদ ৫৪
মজা হোক—ভারি মজা হোক ৫৬
মন্দিরে, ঐ নীল চূড়া ৫৭
মধ্যবর্তী বিষণ্নতা ৫৮
এক অসুখে দুজন অন্ধ ৫৯
ইতস্তত ময়ূর ঘোরে এই অরণ্যে ৫৯

পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি [প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮; ১৯৭১]

আজ আমি ৬০
একবার তুমি ৬১
অবসর নেই—তাই তোমাদের কাছে যেতে পারি না ৬২
আমরা সকলেই ৬৩
দেখি, কে হারে ৬৪
পোকায় কাটা কাগজপত্র ৬৫

চতুর্দশপদী কবিতাবলী [প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৩৭৯; ১৯৭২]

চতুর্দশপদী কবিতাবলী ৬৬

প্রভু-নষ্ট হয়ে যাই [প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ, ১৩৭৯; ১৯৭২]

কীসের জন্যে ৭৭
একটি পরমাদ ৭৮
বাঘ ৭৯
আমি ভাঙায় গড়া মানুষ ৮০
ভুল থেকে গেছে ৮০
কে যায় এবং কে কে ৮১
এখানে সেই অস্থিরতা ৮১
কবিতার সত্যে ৮২
সে—তার প্রতিচ্ছবি ৮৩
দুই শূন্যে ৮৩
কেউ নেই ৮৩
দুঃখ যদি ৮৪
অন্ধ আমি অন্তরে-বাহিরে ৮৪
একদিন ৮৫
সব হবে ৮৫

যুগলবন্দী [প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ, ১৩৭৯; ১৯৭২]

কলকাতা কবির মৃত্যু সমর্থন করে ৮৬
সমস্ত নক্ষত্র আজ নক্ষত্রের ৮৬
বাগানে তার ফুল ফুটেছে ৮৭
মৃত্যুর মহান জাতিস্মর ৮৭

সুখে আছি [প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৩৮১; ১৯৭৪]

আসতে পারে ৮৮
চাঁদের দেশে ৮৮
বিরহ তার পাত্র থেকে আগুন ঢালছে ৮৯
ছটফটিয়ে উঠলো জলে ৮৯
এখানে কবিতা পেলে গাছে-গাছে কবিতা টাঙাবো ৯০
এই বাংলাদেশে ওড়ে রক্তমাখা নিউজপেপার বসন্তের দিনে ৯১

ঈশ্বর থাকেন জলে [প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৩৮২; ১৯৭৫]

আজ সকলই কিংবদন্তি ৯৪
কবির মৃত্যু ৯৪
এক হতচ্ছাড়া যুদ্ধ চাই ৯৫
আমি সহ্য করি ৯৫
দূরে ঐ যে বাড়িটা ৯৬
কার জন্যে এসেছেন? ৯৭
আমাদের সম্পর্কে ৯৮
তুমি আছো—ভিতের ওপরে আছে দেয়াল ৯৮
জন্মে থেকেই মাটির ওপর ১০০
তাঁকে ১০১
জল পড়ে ১০২
রক্তের দাগ ১০২
ঐ গাছ ১০২
তিনি এসে উঠেছেন ১০৩
পাথর গড়িয়ে পড়ে গাছ পড়ে বোধে ১০৩

অস্ত্রের গৌরবহীন একা [প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৩৮২; ১৯৭৫]

নদীর পাশে সবুজ গাছে ১০৪
যে-কিশোর হৃদয়ে বসেছে ১০৫
কিছুক্ষণের জন্যে ১০৫
মৃত্যুর পরেও যেন হেঁটে যেতে পারি ১০৬
নিঃশব্দচরণে প্রেম ১০৭
এবার আমি ফিরি ১০৭
জানিনা কোথায় শব্দ ১০৮
টেবোর বাংলোয় রাত ১০৯

আমরা দুজন ছড়িয়ে বসছি ১০৯
দশমী ১১০
কষ্ট হয় ১১০
যখন একাকী আমি একা ১১১

জ্বলন্ত রুমাল [প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৩৮২; ১৯৭৫]

নিচে নামছে ১১২
এই সিংহাসন, তার পায়ে বাজ ১১৩
চলে গেলো ১১৩
মানুষের মধ্যে আছো ১১৪
দুঃখ ১১৪
জ্বলন্ত রুমাল ১১৫

ছিন্ন বিচ্ছিন্ন [প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৩৮২; ১৯৭৫]

ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ১১৫

সুন্দর এখানে নয় [প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৩; ১৯৭৬]

শব্দের ঝর্নায় স্নান ১৩১
শিকড়ের মতো, একা ১৩২
মরার কথায় ১৩৩
সহজ ১৩৩
গাছ কেন ১৩৪

কবিতার তুলো ওড়ে [প্রথম প্রকাশ : দোলপূর্ণিমা, ১৩৮৩; ১৯৭৬]

ফুলঝুরি, তোমার নাম ১৩৪
একদেশে সে মানুষ ১৩৫
ভালোবাসা ১৩৫
কেন যাবো? ১৩৬
সন্ধ্যা হয়ে এলো ১৩৬
একটি পাথর দুটি পাথর ১৩৬
অন্ধকারে ১৩৭
কবিতার তুলো ওড়ে ১৩৭
চাঁদের কাছে ১৩৮
মাথার উপর এ্যালুমিনিয়ম চাঁদ ১৩৮

উড়ন্ত সিংহাসন [প্রথম প্রকাশ : মাঘ, ১৩৮৪; ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮]

অব্যর্থ শিউলির গন্ধে ১৩৯
মধ্যবর্তী বিষণ্নতা ১৩৯
এক অসুখে দুজন অন্ধ ১৪০
ভালোবাসা তার একমুঠি শস্যের ১৪১

আমি ছিঁড়ে ফেলি ছন্দ তন্তুজাল [১৩৭৬, ১৯৮৩]

নামছে মেঘ ১৪১
তোমার-আমার মধ্যে ছিল নীল হ্যারিকেন ১৪৩
আমি ছিঁড়ে ফেলি ছন্দ, তন্তুজাল ১৪৩
আমার অনুপস্থিতির সুযোগে ১৪৪
যে-পথে যাবার ১৪৫
ভাষার বাঁধনে ১৪৬
ঋত্বিক, তোমার জন্য ১৪৬

হেমন্ত যেখানে থাকে [১৩৮৪]

হারিয়ে গেছে ১৪৭
করো—অমলের জন্যে যা করেছো ১৪৭
বস্তুর গ্রন্থনা থেকে এইভাবে ১৪৭
অমল প্রাসাদের জন্য ১৪৮

এই আমি যে পাথরে [১৩৮৫; আগস্ট ১৯৭৭]

সমুদ্রের পারে ১৪৯
রূপবান ১৪৯
পলিমাটি নখে ছিঁড়ে ১৪৯
পাতাল থেকে ডাকছি ১৫০
বাদামের পাতা তুমি ১৫১
তাঁকে চিরদিন পাওয়া যায় না ১৫১
মিশে গেছি শব্দের সহিত ১৫২
মৃত্যুর বিষয়ে ১৫৩

মানুষ বড় কাঁদছে [১৩৮৫; নভেম্বর ১৯৭৮]

ও গাছ, আমাকে নাও ১৫৩
মানুষ যেভাবে কাঁদে ১৫৪
এই দুর্গে কিছু লোক ১৫৪

নীলকণ্ঠ তুমি, তুমি অভিমন্যু ১৫৫
দাঁড়াও ১৫৬
এইটুকু তো জীবন ১৫৬
পোড়াতে পারে না ১৫৭

ভালোবেসে ধুলোয় নেমেছি [১৩৮৬; ১৯৭৮]

কেন? ১৫৮
তাঁর কাছে ১৫৮
তন্ময়তা ১৫৮
তার মমতা ১৫৮

ভাত নেই পাথর রয়েছে [প্রথম প্রকাশ : আষাঢ়, ১৩৮৬; ১৯৭৯]

ভাত নেই, পাথর রয়েছে ১৫৯
ছেলেটা ১৬০
মানুষ কীভাবে মরে ১৬০
পাতার শোকে ১৬১
গাছের নিচে ১৬১
পোড়াতে চাই ১৬২
কথা বলছে না ১৬২
এই ছোট সংসারে দীর্ঘতা ১৬৩
ভালোবাসা, তার কাছে ১৬৪
জামা কতদিনে ছেঁড়ে ১৬৪
আমি চাই ১৬৫
সময় হয়েছে ১৬৫
ভিক্ষা চায় ১৬৬
এই পরিশ্রম ১৬৬
মানুষ দেখে ভয় পেয়েছে ১৬৭

অঙ্গুরী তোর হিরণ্য জল [প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ, ১৩৮৭]

একটি স্রোতে ১৬৭
কী জানি ১৬৮
অঙ্গুরী তোর, হিরণ্য জল ১৬৮
কবিতা লেখার ক্লান্তি ১৬৯
কাছে এসো, ব'লে তুমি ১৬৯

আমি সে মৃত্যুর পাতে ১৭০
এ-কাপড় শুকোনো যাবে না ১৭০
তুমি তাঁরই জটিল সন্তান ১৭১
নীল একটি ছেলে-ভুলানো ছড়া ১৭১
সহজ ১৭২
কিছুটা ১৭২
প্রীতিভাজনেষু ১৭২
আমি দেখি ১৭৩
কলকাতার বুক পেতে বৃষ্টি ১৭৪

মন্ত্রের মতন আছি স্থির [বৈশাখ ১৩৮৭; ১৯৮০]

এভাবেই যাবে? ১৭৪
ইছামতী : বালিতে পায়ের দাগ ১৭৫
আগুনে যে-দুঃখ ১৭৫
একা ১৭৬

সুন্দর রহস্যময় [১৯৮০]

ভয় আমার পিছু নিয়েছে ১৭৬

আমাকে দাও কোল [মার্চ ১৯৮০]

শিকড়-বাকড় ১৮৩
জন্মদিনের মঞ্চে মৃত ১৮৪
লজ্জায়-লজ্জায় ১৮৪
কারণ তো নেই, কারণ তো নেই ১৮৫
'আমাকে দাও কোল' ১৮৬

আমি একা বড় একা [প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৮৮; ১৯৮০]

মানুষের অক্ষমতা নিয়ে ১৮৬
আমার কোনো অভিমান নেই ১৮৬
ছড়িয়ে রয়েছে ১৮৭
পিছনে জল অথৈ আর সামনে আছে জ্বালা ১৮৮

প্রচ্ছন্ন স্বদেশ [প্রথম প্রকাশ : মাঘ, ১৩৮৮; ১৯৮২]

বলা যায়? ১৮৮
আসছো কবে? ১৮৯

কীসের কাজ, কেন? ১৯০
জানে, ভেঙে দিলে তবে গড়া হয় ১৯০
জঙ্গলে যাবার ১৯১
জঙ্গলের মধ্যে ঘর ঈশ্বর গড়েন ১৯২
পরিত্রাণ চাই ১৯৫
ও অবিচল ১৯৫
বিবাহ ও বিসর্জন ১৯৬
তুমি আছো, সেইভাবে আছো ১৯৬
মনে হয়, কিছুই দেবে না ১৯৭
বেঁচে আছি ১৯৮
প্রচ্ছন্ন প্রদেশ ১৯৯

যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো। [প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ১৯৮২; ১৩৮৯]

যেতে পারি, কিন্তু কেন যাবো? ১৯৯
বিড়াল ২০০
বলো, ভালোবাসো ২০০
পুরনো নতুন দুঃখ ২০১
সুদর্শন পোকা ২০১
সংসারে সন্ন্যাসী লোকটা ২০২
শাক্য ২০২
যদি পারো দুঃখ দাও ২০৩
ভালোবাসা পিঁড়ি পেতে রেখেছিল ২০৩
এপিটাফ ২০৪

আমি চলে যেতে পারি [১৩৮৬; ১৯৮৩ এপ্রিল]
কোথাকার তরবারি কোথায় রেখেছে [প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, ১৯৮৩]

সমূহে একা রেখা ২০৪
সুখে থেকো পিতরৌ! ২০৫
বিরহে যদি দাঁড়িয়ে ওঠো ২০৬
এই উজ্জ্বলতা অল্প ২০৬
যেখানে দাঁড়াই, ভুল ২০৭
মন্দিরের থেকে বহু শতাব্দীর অন্ধকার ২০৭
দুঃখের অখণ্ড চাপ ২০৮
বাগানের কেউ নয় নষ্ট ফল ২০৮
আপন ছবি ২০৯

যাবার সময় ২০৯
আমি এই সংকল্প নিয়েছি ২১০

কক্সবাজারে সন্ধ্যা [প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, বইমেলা, ১৯৮৪]

কক্সবাজারে সন্ধ্যা ২১০
আমার কাছে এসো না ২১১
চারশ বছর প্রাচীনতা ২১১
জন্মদিনে ২১২

ও চিরপ্রণম্য অগ্নি [প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, ১৯৮৫]

জন্মদিনে ২১২
ও চিরপ্রণম্য অগ্নি ২১৩
স্মরণীয় ২১৪
লিচু চোর ২১৪
সন্ধ্যায় ২১৫
কারাগার ২১৫
সাঁকো ২১৬
অজিতেশ ২১৬
পারলে হারে ২১৭
কলকাতায়, ভোরে ২১৮
দুই চড়ুই ২১৮
পাতাল সিঁড়ি ২১৯
একটি সমাজ ২১৯
পারান্ত কই? ২২০

সন্ধ্যায় সে শান্ত উপহার [প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৮৬]

একা গেলো ২২০
সন্ধ্যার সে-শান্ত উপহার ২২৪
সুখে থাকো ২২৭

এই তো মর্মরমূর্তি [১৯৮৭, জানু]

এই তো মর্মরমূর্তি! ২৩০
ছেলেটি ঘুমন্ত হাতে ২৩১
শব্দের ভিতরে ছিলে ২৩১
শেষ হবে, এভাবেই হয় ২৩২

কবিতা টাঙাতে হয় ২৩২
ধান কাটা শেষ, কবিমশাই ২৩৩

বিষের মধ্যে সমস্ত শোক [প্রথম প্রকাশ : ২৫ বৈশাখ ১৩৯৪; মে ১৯৮৭]

বিবাদ ২৩৩
নির্জনতা ভালো ২৩৪

আমাকে জাগাও [১৯৮৯, জানু] ছবি আঁকে ছিঁড়ে ফ্যালে [১৯৯১]

আমাকে জাগাও ২৩৪
এ বয়েসে ২৩৬
যাবার সময় হলো ২৩৭
ও অনন্যমনা ২৩৭
ছবি আঁকে, ছিঁড়ে ফ্যালে ২৩৮
সকলের চেয়ে বেশি অহংকার নিয়ে ২৩৮
গাছ কথা বলে ২৩৯

জঙ্গল বিষাদে আছে [১৯৯৪]

জেগে থেকে না খেলার অপরাধ গ্লানি ২৪০
ঈশ্বর আছেন একা ২৪০
পাখি ২৪১
এই কুষ্ঠরোগী প্রাণ ২৪১
অন্যথা করো না ২৪২
অসমগ্রন্থনা ২৪২
দায় ২৪২

কিছু মায়া রয়ে গেল [১৯৯৬]

ফিরে এসো মালবিকা ২৪৩
এলিজি (সমরেশ বসু স্মরণে) ২৪৩
শাদা পাতা ২৪৪
প্রাসঙ্গিক ২৪৪
শুধু এই ২৪৫

সকলে প্রত্যেকে একা

মানিনি বর্তমান ২৪৫
একটি রং-করা মুখ ২৪৬

ডাকঘর ২৪৭
পথের মানুষ ২৪৭
দুঃসময়ে তোমায় আমি ২৪৮
স্বপ্নে সব গাছ থেকে ২৪৮
এখনো মানুষই পারে মানুষের শত্রুকে হারাতে ২৪৯
পাথর জানতো না ২৫০
আমার অসুখ ২৫০
বইমেলা '৮৩ ২৫১
গোলাপের জন্য ২৫২
মৃত্যুর ভিতরে ২৫৩

অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়

শিকার কাহিনি ২৫৩
মৃত্যুর আগে—জু যো অঁর ছবি ২৫৮
আমার সাধ্যই মৃত্যু ২৫৮
কেঁদেও পাবো না তাকে ২৫৯
সে ২৫৯
সূর্যমুখী ২৬০
দ্বিতীয় জন্ম ২৬০
চিরহরিৎ ২৬১
সূর্যমণি চন্দ্রমণি ২৬২
আত্মচিত্র ২৬২
খেয়া ২৬৩
শুকসারী ২৬৩
চ' বাড়ি চলিরে ২৬৪
ঝরাপালক ২৬৫
মানুষ ভিখারি হতে ভালোবাসে ২৬৫
শিয়ালদহ স্টেশন ২৬৬
বাড়ির কাছে বাড়ি ২৬৯
নষ্টা ২৭০
মৃত্যু পরে হবে ২৭০
ব্লেকের তর্জমা শেষ ২৭০
সন্ধে হয়ে এল ২৭১
আজ কালের পার্থক্য ২৭২

জরাসন্ধ

আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।

যে-মুখ অন্ধকারের মতো শীতল, চোখদুটি রিক্ত হ্রদের মতো কৃপণ করুণ, তাকে তোর মায়ের হাতে ছুঁয়ে ফিরিয়ে নিতে বলি। এ-মাঠ আর নয়, ধানের নাড়ায় বিঁধে কাতর হ'লো পা। সেবন্নে শাকের শরীর মাড়িয়ে মাড়িয়ে আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।

পচা ধানের গন্ধ, শ্যাওলার গন্ধ, ডুবো জলে তেচোকো মাছের আঁশগন্ধ সব আমার অন্ধকার অনুভবের ঘরে সারি-সারি তোর ভাঁড়ারের নুনমশলার পাত্র হ'লো, মা। আমি যখন অনঙ্গ অন্ধকারের হাত দেখি না, পা দেখি না, তখন তোর জরায় ভর ক'রে এ আমায় কোথায় নিয়ে এলি। আমি কখনো অনঙ্গ অন্ধকারের হাত দেখি না, পা দেখি না।

কোমল বাতাস এলে ভাবি, কাছেই সমুদ্র! তুই তোর জরার হাতে কঠিন বাঁধন দিস। অর্থ হয়, আমার যা-কিছু আছে তার অন্ধকার নিয়ে নাইতে নামলে সমুদ্র স'রে যাবে   শীতল স'রে যাবে   মৃত্যু স'রে যাবে।
তবে হয়তো মৃত্যু প্রসব করেছিস জীবনের ভুলে। অন্ধকার আছি, অন্ধকার থাকবো, বা অন্ধকার হবো।

আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।

কারনেশন

প্রভেদ জটিল, অবগুণ্ঠিত সড়কে চাঁদের আলো
তাকে দিয়ো অই ফুলটি কারনেশন।
কতদিন তার মুখও দেখিনি, চেনা পদপাত পিছল অলক কালো
ও-ফুলের কথা বোলো না কাউকে বুড়ো মালঞ্চ,
মায়াবী সকাল ফিরে এনেছে কে, কে মঞ্জরীর অস্বচ্ছ আলোছায়ে
বাগানে ঘুরছে স্খলিত নিদ্রা, কেই-বা দুপুরে
ঘুমায় উষ্ণ বায়ুর বিলাসে ঝাঁ ঝাঁ গায়ে গায়ে
ফুরোয় দুপুর   ফুরোয় সন্ধ্যা   শুদ্ধ জলরেখা   শুধু জলরেখা।

২

হাওয়া খোলে মাটি নীহার অরব পুকুরে শব্দ
সারারাত স্নান মেছো বক ছিল পুকুরের পাশে
আমার মতন আয়নায় দেখে মুখ আর মন
যার কথা ভাবে সে কীসের রেখা   জলরেখা নয়?
হয়তো সড়ক জমাট অন্ধ, কেন আলো ফেলো?
কেন আলো ফেলো অকারণ   মৃদু চমকায় মন;
সাম্প্রতিকের যা দেবার আছে, নাও কেশে পরো
সে কারনেশন শাদা আর লাল, সে কারনেশন!

নিয়তি

বাগানে অদ্ভুত গন্ধ, এসো ফিরি আমরা দু-জনে।
হাতের শৃঙ্খল ভাঙো, গায়ে প'ড়ে কাঁপুক ভ্রমর
যা-কিছু ধুলার ভার, মানসিক ভাষায় পুরানো
তাকে রেখে ফিরে যাই দু-জন দু-পথে মনে-মনে।
বয়স অনেক হ'লো নিরবধি তোমার দুয়ার...
অনুকূল চন্দ্রালোক স্বপ্নে-স্বপ্নে নিয়ে যায় কোথা?
নাতি-উষ্ণ কামনার রশ্মি তব লাক্ষারসে আর
ভ'রো না, কুড়াও হাতে সামুদ্রিক আঁচলের সীমা।

সে-বেলা গেলেই ভালো যা ভোলাবে গাঢ় এলোচুলে
রূপসী মুখের ভাঁজে হায় নীল প্রবাসী কৌতুক;
বিরতির হে মালঞ্চ, আপতিক সুখের নিরালা
বিষাদেরে কেন ঢাকো প্রয়াসে   সুগন্ধি বনফুলে।

তারে দাও কোলে করি অনভিজ্ঞ প্রাসাদ আমার
বালকের মৃতদেহ, নিষ্পলক ব্যাধি, ভীত প্রেম।
তুমি ফেরো প্রাকৃতিক, আমি বসি কৃত্রিম জীবনে
শিল্পের প্রস্রাবরসে পাকে গণ্ড, পাকে গুহ্যদেশ।